দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ JUN. 6 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

শিক্ষা নীতির বাস্তবায়ন চাই

আমাদের দেশের মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে গুটি কয়েক সরকারী বিদ্যালয় ছাড়া সিংহভাগ বিদ্যালয়গুলো বেসরকারী পর্যায়ে। এই বিদ্যালয়গুলোতে সরকার বেতন যোগান দিয়ে থাকলেও এর নির্দিষ্ট নীতির অভাবে অনেক অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়। এ বিদ্যালয়গুলোতে পরিচালনার জন্য ম্যানেজিং কমিটি থাকেন। যারা বিদ্যালয় পরিচালানা করে থাকেন। এ কমিটির কিছু সদস্য থাকেন যারা অক্ষর জ্ঞানহীন, তারাই এসব অনিয়মের হোতা। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তারা 'বিশেষ বিবেচনা পাস' গ্রেস মার্ক নিয়ে পাস বা কম্পার্টমেন্টাল পাস সার্টিফিকেটধারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বেশ আগ্রহী। কারণ নিয়োগের সময় তাদের পকেট ভারী হয় এবং পরবর্তী সময় তাদেরকে দিয়ে মোসাহেবী করানো হয়। ভাল ফলাফলসহ অনার্স বা মাস্টার্স সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তিগণ যদি কোনক্রমে নিয়োগ পান তবে পরবর্তী সময় তারা হাস্যকর বা তাচ্ছিল্য বস্তুতে পরিণত হন। এসব বিদ্যালয়ে কোন সুষ্ঠু নিয়মনীতি না থাকার জন্য খারাপ ফলাফলের শিক্ষক নিয়োগের পর এই সমস্ত সদস্যের প্রভাবে এবং তাদের হটকারিতা, চাপাবাজি এবং কূটকৌশলের মাধ্যমে তারা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়। ম্যানেজিং কমিটির এ সমস্ত সদস্য সব সময় সরকারী লোক হয়ে থাকে। ১৯৯৪ সালে শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘটের সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা অনেক আশাভরসা দিয়েছিলেন। আমরাও মনে-প্রাণে চেয়েছিলাম, অন্তত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ যাবত কোন সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হল না। এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরে রয়ে গেল। তাই এ ব্যাপারে সচেতন নাগরিক তথা সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যত শীঘ্রই সম্ভব একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য মর্যাদায় ভূষিত করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা করা হোক।

—শফিকুল
মোহনগঞ্জ, দুর্গাপুর, রাজশাহী।